ঐকতানের নিবেদন -
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম

আহমেদ সাবেরঃ চলিতে চরন চলেনা, দিনে দিনে অবশ হই - বলতে বলতে এ দুনিয়ার মায়া জালের বন্ধন ছেড়ে চলে গেলেন বাংলার বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম, আজ থেকে এক বছর আগে (১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯), ঝিলমিল করা ময়ুরপঙ্খী নাওতে চড়ে। আমি বাংলা মায়ের ছেলে বলে, পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করতেন বাউল। সমাজের বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, বার বার জিজ্ঞেস করেছেন সাঁঈ এর কাছে, এ জীবনে যত দুঃখ কে দিয়াছে বল তাই।

সেই সঙ্গীত মহাসাধকের প্রয়ানের বর্ষপূর্তি কে স্মরন করে সিডনীর কিছু সাংস্কৃতিমনা মানুষের সংগীত প্রতিষ্ঠান- ঐকতানের নিবেদন ছিলো - আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। স্থানীয় এসফিল্ডের পোলিশ ক্লাবে নয়ই অক্টোবর, সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টায় অনুষ্ঠান শুরু হল ভর্তি দর্শকের উপস্থিতিতে, নিদ্দিষ্ট সময়ে - বাংলাদেশীদের সময় নিষ্ঠতার অপবাদ ঘুচিয়ে।

প্রতিবারের মত এবারেও ছোটদের কথা ভুলে যায়নি ঐকতান। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব ছিলো ক্ষুদে শিল্পীদের জন্য সংরক্ষিত। কোরাশ গান 'আমি বাংলা মায়ের ছেলে' গেয়েছে ফাবিহা, আনন্দ, সঞ্জনা, সামারা, রাশনান, নিউশা, অপ্সরা, আদৃতা এবং অরিয়া। এর পর 'গান গাই আমার মনরে বোঝাই, মন থাকে পাগল পারা' গেয়েছে আনন্দ আর দরদ ভরা গলায় 'আমি কুল হারা কলঙ্কিনী, আমারে কেউ ছুঁয়োনা গো সজনী' গেয়েছে ফাবিহা। এ পর্বের সব শেষ গান 'বসন্ত বাতাসে সই গো, বন্ধুর বাড়ীর ফুলের গন্ধ আমার বাড়ী আসে' কোরাস গেয়েছে ক্ষুদে শিল্পীরা সবাই মিলে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে গান করেছেন ঐকতানের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা। প্রথম গান 'জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বলো ওগো সাঁঈ' ছিলো সমবেত কণ্ঠে। এর পর 'আমি কি করিব প্রাননাথ তুমি বীনে' মূর্ত হয়ে

উঠেছে রোকসানা রহমানের কণ্ঠে। পরের গান 'সখী, কুঞ্জ সাজাও গো' মন মুগ্ধকর কণ্ঠে গেয়েছেন রুবিনা আক্তার তানিয়া। বাউল সম্রাটের আরেকটি জনপ্রিয় গান 'কোন মেস্তরী নাও বানাইছে রে' গাইলেন সাব্বির সিদ্দিক। 'কেন পিরিতী বাড়াইলা বন্ধু, ছাইড়া যাইবা যদি' গেয়ে দর্শক দের মাঝে বিরহের সুর ছড়িয়ে দিলেন ইসমাইল হাসান বাদল। এর পর 'ভব সাগরের নাইয়া' গাইলেন রুবিনা হাসান লিমা। এর পর মিজানুর রহমান মিজান গাইলেন 'সখী, তোরা প্রেম করিও না'। পরের গান 'রঙের দুনিয়া তোরে চাই না' ছিল সমবেত কণ্ঠে। এ গানের পর ছিল বিশ মিনিটের বিরতি।

বিরতির পর ছিল আরেকটি জন প্রিয় গান 'এই দুনিয়া মায়া জালে বান্ধা' সমবেত কণ্ঠে। পরবর্তি গান 'তুমি সুজন কান্ডারী' গেয়েছেন বাদল ও লিমা। এরপর মিজান গাইলেন আরেকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গান 'কেমনে ভুলিবো আমি, কেমনে ভুলিবো আমি, বাঁচিনা তারে ছাড়া। আমি ফুল বন্ধু, ফুলের ভোমরা'।

এর পর ছিল কোরাস গান, 'দরদিয়া রে বন্ধু'। তার পর ছিল রোকসানার আরেকটা গান, 'তুমি কি জানোনা রে'। পরের গান 'আসি বলে গেল বন্ধু', গাইলেন ওয়াসিফ আহমেদ শুভ। এরপর ছিলো তিনটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গান। প্রথম গান 'গাড়ী চলে না, চলে না, চলে না রে' হলো সমবেত কণ্ঠে। এর পর মন মুগ্ধকর কণ্ঠে শ্রোতাদের যাদু করে আনিসুর রহমান আনিস গাইলেন 'বন্ধে মায়া লাগাইছে, পিরীতি শিখাইছে। কি যাদু করিয়া বন্ধে মায়া লাগাইছে'। বাউল সম্রাটের লেখা এ সময়ের সব চেয়ে জন প্রিয় গান 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম' সমবেত কণ্ঠে গেয়ে অনুষ্ঠানের বিরতি টানলেন ঐকতানের শিল্পীরা। গান শেষ হলো, কিন্তু থেকে গেল তার রেশ ।

অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন ফাহমিদা হক নিপুন আর ওয়াসিফ আহমেদ শুভ। কী বোর্ডে মিজানুর রহমান মিজান। বেয গীটারে - শিশির, তবলায় – তায়েফুর রহমান, ঢোল/অক্টোপ্যাডে -আলী কাওসার। শব্দ নিয়ন্ত্রনের দুরূহ কাজটি সমাধা করেছেন এহসান।

সিডনীবাসীদের আরেকটা প্রানবন্ত অনুষ্ঠান উপহার দেয়ার জন্য ঐকতানকে ধন্যবাদ।